বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়,

কৃষি মন্ত্রণালয়

এবং

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

(জীবন বীমা কর্পোরেশন, টিসিবি, খাদ্য অধিদপ্তর, বিএডিসি এবং বিআইডব্লিউটিসি)

অর্থ বছরঃ ২০০৫-২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত.

-ঃ সূচীপত্রঃ-

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ঐর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
৪	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৩
৫	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
৬	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
৭	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৭
৮	অডিটের সুপারিশ	৭
৯	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৯-৩২
১০	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

তারিখঃ .....বঃ
৬/০৮/১৪১৫
২০/১১/২০০৮....খ্রিঃ

আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ৪টি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ৫টি প্রতিষ্ঠানের ২০০১-২০০৬ পর্যন্ত সময়কালের বিভিন্ন অর্থ বৎসরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তা উত্থাপিত সময়ের অথবা তৎপূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ২৭/১০/২০০৮.....ঢাকা।

স্বাক্ষরিত

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

২—

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	জনাব মোঃ ফজলুল হক (ডি, এম, ইনচার্জ) কর্তৃক ভুয়া পে, ইন, স্লিপ এর মাধ্যমে আত্মসাৎ করায় ক্ষতি।	২১,৫৫,৫২৯/-
২	জনাব মোঃ শওকত আলী, ডি এম-১, কর্তৃক নবায়ন প্রিমিয়াম বাবদ আদায়কৃত অর্থ কর্পোরেশনের খাতে জমা না দিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ করায় ক্ষতি।	৪,৭৩,৩৯৭/-
৩	জনাব মোঃ সিরাজুল হক, ম্যানেজার কর্তৃক দুর্নীতি বা ভুয়া সমন্বয় দেখিয়ে প্রিমিয়াম বাবদ আদায়কৃত অর্থ আত্মসাৎ করায় ক্ষতি।	২৭,৫৯,০৪৮/-
৪	নিলামে বিক্রয়কৃত চিনির মূল্যের উপর উৎসে আয়কর ও মূসক কম কর্তন করায় ক্ষতি।	৫,৪৮,২৭১/-

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

৫	খাদ্যশস্য আত্মসাৎ জনিত ক্ষতি।	৫৫,২৫,৯২২/-
৬	বিনির্দেশ বহির্ভুত গমের জন্য একক হারে দাবী করায় এবং ঘাটতি গমের মূল্য আদায় না করায় ক্ষতি।	২,৪৩,৬৭,৮৩১/-
৭	তামাদিযোগ্য জামানতের অর্থ বিধি অনুযায়ী সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় ক্ষতি।	২,০৭,৭৫,৫০০/-
৮	ডেসপাস মানি আদায়ে অনিশ্চিত হওয়ায় ক্ষতি।	২৫,৩৯,৬৩৪/-

কৃষি মন্ত্রণালয়

৯	স্কীম ম্যানেজারগণ কর্তৃক অবৈধভাবে গভীর/অগভীর নলকূপ উত্তোলনপূর্বক বিক্রি করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	৫,৫৮,৬০,০০০/-

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

১০	ফেরীতে পারাপারের সময় বাসের ভাড়া এবং গ্রুপ টিকেট বাসের যাত্রীদের ভাড়া কম আদায় করায় এক বছরে ক্ষতি।	২,৪৪,৯২,৮৬৪/-
১১	বৈদেশিক ক্রয় আদেশের বিপরীতে আমদানিকৃত মালামাল ভান্ডারে কম পাওয়ায় এবং কম পাওয়া মালামালের মূল্য সরবরাহকারী/বীমা কোম্পানীর নিকট থেকে আদায় না করায় সংস্থার ক্ষতি।	২৩,৯৩,৪০৭/-
১২	সরকারি আদেশ উপেক্ষা করে অনিয়মিতভাবে উচ্চমান সহকারী ও নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক পদে লোক নিয়োগ করায় বেতন ভাতা বাবদ অতিরিক্ত ব্যয়।	১৩,৬১,৪২৬/-
১৩	সংস্থার বাসায় বসবাস করেও বেতনের সাথে বাড়ি ভাড়া ভাতা গ্রহণ করায় এবং মূল বেতন থেকে নির্ধারিত হারে বাড়ি ভাড়া কর্তন না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	৯,৮৮,৩৪৮/-

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসরঃ

উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরীক্ষার অর্থ বছরসমূহ ঃ

- ২০০৩-২০০৪
- ২০০১-২০০৫
- ২০০৪-২০০৫
- ২০০২-২০০৫
- ২০০২-২০০৬

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ

- জীবন বীমা কর্পোরেশন, আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা।
- টিসিবি, আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী।
- খাদ্য অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- সহকারী প্রকৌশলী (সওকা/জ এবং পঃ) বিএডিসি, জয়দেবপুর জোন, গাজীপুর।
- বিআইডব্লিউটিসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- বিআইডব্লিউটিসি, আঞ্চলিক কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ।
- বিআইডব্লিউটিসি, ডক-১, সোনাচরা, নারায়ণগঞ্জ।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- কমপ্লায়েন্স অডিট।

নিরীক্ষার সময়ঃ

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নলিখিত সময়ে অডিট করা হয়।

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অডিট কাল
১.	জীবন বীমা কর্পোরেশন, আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা	১৩/০৪/০৫ হতে ২৫/০৪/০৫
২.	টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী।	১৪/০৬/০৫ হতে ২২/০৬/০৫
৩.	খাদ্য অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা	১০/০৮/০৫ হতে ১৪/১১/০৫
৪.	সহকারী প্রকৌশলী (সওকা/জওপ) বিএডিসি, গাজীপুর জোন	০৪/০৪/০৬ হতে ১৩/০৪/০৬
৫.	বিআইডব্লিউটিসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	২১/০১/০৬ হতে ১২/০৪/০৬
৬.	বিআইডব্লিউটিসি, আঞ্চলিক কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ।	১৮/০৫/০৬ হতে ১৪/০৬/০৬
৭.	বিআইডব্লিউটিসি, ডক-১, সোনাচরা, নারায়ণগঞ্জ।	০৯/০৮/০৩ হতে ০৭/০৯/০৩

নিরীক্ষা পদ্ধতিঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

সার্বিক তত্ত্বাবধানঃ

- জনাব মিয়াজী মোঃ সাইফুল্লাহ সোবহান, পরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।
- জনাব নুরুল আলম, উপ-পরিচালক, সেক্টর-২, ঢাকা।
- জনাব মিজানুল ইসলাম চৌধুরী, উপ-পরিচালক, সেক্টর-৬, খুলনা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যুঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
- অভ্যন্ত্ররীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান, ও সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত আদেশ-নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা প্রতিপালন না করা।
- বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত না রাখা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান ও সরকার/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যক।
- প্রাপ্ত বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখতে হবে।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ অডিট অফিসকে অবহিত করতে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ ঃ ১।

শিরোনামঃ জনাব মোঃ ফজলুল হক (ডি, এম, ইনচার্জ) কর্তৃক ভুয়া পে, ইন, স্লিপ এর মাধ্যমে ২১,৫৫,৫২৯/-টাকা আত্মসাৎ ।

বিবরণঃ

- জীবন বীমা কর্পোরেশন, আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা এর ২০০৩-২০০৪ সালের হিসাব এপ্রিল/০৫ মাসে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে জনাব মোঃ ফজলুল হক, (ডি,এম, ইনচার্জ) বেনাপোল শাখা-৯৪৯ এর ব্যক্তিগত নথি হতে দেখা যায় যে, তিনি শাখার দায়িত্বে থাকাকালীন ব্যাংক পে ইন-স্লিপ, ডিসিএস ও ব্যাংক ষ্টেটমেন্টে জাল সীল ব্যবহার করে ও জাল স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্পোরেশনের মোট ২১,৫৫,৫২৯/-(একুশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত উনত্রিশ) টাকা আত্মসাৎ করেন। যার বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " ক " এ দেখানো হলো।

- জনাব মোঃ ফজলুল হক (ডি,এম,ইনচার্জ) শাখায় রক্ষিত পি আর বহি, ডিসিএস ও ১ম বর্ষ নবায়ন খাতে পে-ইন-স্লিপ এর মাধ্যমে ব্যাংকে ভূয়া জমা দেখিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেন। এ ব্যাপারে রিজিওনাল অফিস, খুলনা হতে প্রাথমিক ভাবে ২(দুই) সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম কর্তৃক ১৩-০৬-২০০৪ ও ১৪-০৬-২০০৪ তারিখে অনিয়মের বিষয়টি নিরীক্ষা করা হয় এবং তাঁরা ১৫-০৬-২০০৪ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে মোট ২১,৬৯,২২৮/- টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয়ের ২২-০৬-২০০৪ তারিখের পত্রের নির্দেশ মোতাবেক পুনরায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং ২৫-১০-২০০৪ তারিখের জীবীক/কঃপ্রঃ/৩৫৭১/২০০৪ নং পত্রের মাধ্যমে জনাব মোঃ ফজলুল হককে ২১,৫৫,৫২৯/-(একুশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত উনত্রিশ) টাকা আত্মসাৎ এর জন্য দায়ী করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয়া হয়।

- তার নিকট হতে আত্মসাৎ কৃত টাকা আদায়ের জন্য পরবর্তীতে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিরীক্ষায় জানতে চাওয়া হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- মন্ত্রণালয়ের ০৪/১০/০৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে সংস্থার জবাব পাওয়া গেছে। জবাবে জানানো হয়েছে যে, জনাব ফজলুল হক কে সাময়িকভাবে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া জনাব ফজলুল হকের বিরুদ্ধে ২৩/০৯/০৪ তারিখে বেনাপোল পোর্ট থানায় ৪০৯/৪৬৭/৪৬৫/৪৬৮/৪৭১/৪৭২/৩৪ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার নম্বর-১৪। মামলার অগ্রগতি পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ২০০৪ সালে মামলা করা হলেও অদ্যাবধি মামলার অগ্রগতি বা টাকা আদায়ের ব্যাপারে নিরীক্ষাকে কিছু জানান হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করে সর্বশেষ ১৭/০১/০৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আত্মসাৎকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২।

শিরোনামঃ **জনাব মোঃ শওকত আলী, ডি এম-১, কর্তৃক নবায়ন প্রিমিয়াম বাবদ ৪,৭৩,৩৯৭/- টাকা কর্পোরেশনের খাতে জমা না দিয়ে জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ ।**

বিবরণঃ

- জীবন বীমা কর্পোরেশন, আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা এর ২০০৩-২০০৪ সালের হিসাব এপ্রিল/০৫ মাসে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে উন্নয়ন ম্যানেজারদের ব্যক্তিগত নথি হতে দেখা যায় যে, মাগুরা শাখা-৪১১ এর ডি, ও-১ জনাব শওকত আলী নবায়ন প্রিমিয়াম বাবদ আদায়কৃত ৪,৭১,৪২২/- এবং বেতন ভাতা বাবদ ১,৯৭৫/- টাকা সহ মোট ৪,৭৩,৩৯৭/- (চার লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তিনশত সাতানব্বই) টাকা আত্মসাৎ করেন (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " খ " এ দেখানো হলো)।

- জনাব শওকত আলী, ডি, এম-১ এর বিরুদ্ধে ৫-০১-২০০৪ তারিখে জীবন বীমা কর্পোরেশন, খুলনা এর ম্যানেজার জনাব মোঃ শামসুল আলম প্রাথমিকভাবে তদন্ত করে নবায়ন প্রিমিয়াম বাবদ আদায়কৃত অর্থ মোট ৫,২৬,২৩০/- টাকা আত্মসাৎ করার স্বীকারোক্তিসহ অভিযোগ পেশ করেন। জনাব শওকত আলী পরবর্তীতে পি আর নং ৫৪০২৩৯ তারিখ ১২-০৪-২০০৪ এর মাধ্যমে ৪০,০০০/- টাকা ও পি আর নং ৫৪০৩৩৩ তারিখ ২৫-০৫-২০০৪ এর মাধ্যমে ৫০,০০০/- টাকা মোট ৯০,০০০/- টাকা কর্পোরেশনের ফান্ডে জমা প্রদান করেন। ২৮ মার্চ/২০০৪ তারিখের পত্র নং জীবীক/ উন্নয়ন/৫৬৯/০৪ এর নির্দেশ মোতাবেক বিষয়টির বিভাগীয় তদন্ত করা হয়। বিভাগীয় তদন্তে ১৩-০৫-২০০৪ তারিখের জীবীক/উন্নয়ন/ফা-২৪/৯২১/০৪ পত্রে তাঁকে মোট ৪,৭৩,৩৯৭/- টাকা আত্মসাৎ করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ২৭ জুন/২০০৪ তারিখের পত্র নং জীবীক/উন্নয়ন/ফা-২৪/১২৪৩/০৪ মোতাবেক শওকত আলী ডি এম-১ কে দুর্নীতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে কর্পোরেশনের চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয়।

- দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে টাকা আদায়ের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তাহা নিরীক্ষায় জানতে চাওয়া হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব

- মন্ত্রণালয়ের ০৪/১০/০৫ তারিখে পত্রের মাধ্যমে সংস্থার জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, আত্মসাৎ কৃত টাকা আদায়ের লক্ষ্যে ৩০/০৫/০৫ তারিখে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার অগ্রগতি পরবর্তীতে জানান হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ২০০৫ সালে মামলা দায়ের করা হলেও অদ্যাবধি মামলার অগ্রগতি বা টাকা আদায়ের বিষয়ে নিরীক্ষাকে কিছু জানানো হয়নি।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করে সর্বশেষ ১৭/০১/০৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আত্নসাৎকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩।

শিরোনামঃ জনাব মোঃ সিরাজুল হক, ম্যানেজার কর্তৃক ভুয়া সমন্বয় দেখিয়ে প্রিমিয়াম বাবদ আদায়কৃত ২৭,৫৯,০৪৮/ টাকা আত্মসাৎ ।

বিবরণঃ

- জীবন বীমা কর্পোরেশন, আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা এর ২০০৩-২০০৪ সালের হিসাব এপ্রিল/০৫ মাসে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, বীমা গ্রাহকদের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের টাকা যুগ্ম স্বাক্ষরের মাধ্যমে গ্রহণের নিয়ম থাকা সত্ত্বেও, জনাব মোঃ সিরাজুল হক, খুলনায় ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত থাকাকালে পি আর ইস্যু ব্যতিত নগদ টাকা গ্রহণ করেন। তিনি অন্যান্য বীমা পলিসির বিপরীতে ইস্যুকৃত পি আর নম্বর ব্যবহার করে গ্রহণকৃত টাকা কর্পোরেশনের হিসাব খাতে ব্যাংকে জমা না করে পলিসি লেজারে একক স্বাক্ষরে ভুয়া সমন্বয় দেখিয়ে দুর্নীতি, প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে ২৭,৫৯,০৪৮/- টাকা (সাতাশ লক্ষ উনষাট হাজার আটচল্লিশ) আত্মসাৎ করেন। বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-" গ " তে দেখানো হলো।

- অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে একক ভাবে দোষী সাব্যস্ত করায় জীবন বীমা কর্পোরেশনের চাকুরী প্রবিধান মালা ১৯৯২ এর ৩৮ নং বিধির(১)(খ)(২) ও (৫) এবং ৪১ নং বিধির (৬) উপ বিধি অনুযায়ী গুরুদন্ড হিসেবে ২২-৭-২০০৪ তারিখের পর্ষদের ৪০৭ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের ৩১-০৭-২০০৪ তারিখের পত্র নং জীবীক/বঃপ্রঃ/২৩৫৮/২০০৪ তে উক্ত বরখাস্তের কথা উল্লেখ করা হয় এবং একই সাথে ৩০ দিনের মধ্যে কর্পোরেশনের হিসাব খাতে টাকা জমা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

- ২২-০৭-২০০৪ তারিখে ৪০৭ তম পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক টাকা আদায়ের জন্য পরবর্তীতে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তাহা নিরীক্ষায় জানতে চাওয়া হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- মন্ত্রণালয়ের ০৪/১০/০৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে সংস্থার জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, আত্মসাৎকৃত টাকা আদায়ের লক্ষ্যে ০৪/০৮/০৫ তারিখে ৫ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার অগ্রগতি পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ০৪/০৮/০৫ তারিখে মামলা হলেও অদ্যাবধি মামলার কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানান হয়নি।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করে সর্বশেষ ১৬/০১/০৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আত্মসাৎকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪।

শিরোনামঃ **নিলামে বিক্রীত চিনির মূল্যের উপর উৎসে আয়কর ও মূসক কম কর্তন করায় ৫,৪৮,২৭১/- টাকা ক্ষতি।**

বিবরণঃ

- টিসিবি, আঞ্চলিক কার্যালয় রাজশাহী এর ২০০১-২০০৪ সালের হিসাব জুন/০৫ মাসে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে আয়কর ও মুসক আদায় সংক্রান্ত নথি পত্র হতে দেখা যায় নিলামে বিক্রয়কৃত চিনির মুল্যের উপর উৎসে আয়কর ও মূসক কম কর্তন করায় সরকারের ৫,৪৮,২৭১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে । বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ঘ " তে প্রদর্শিত হলো।
- কাষ্টমস কর্তৃক আটককৃত চিনি টিসিবি কর্তৃক নিলামে বিক্রয় করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং -৪/এ/মুসক (১)/বিবিধ)অংশ-২/২০০০/১৫২৩ তারিখ ২০-০৭-২০০৩ খ্রিঃ মোতাবেক নিলামে বিক্রয়কৃত চিনির বিক্রয় মূল্যের উপর ১.৫% হারে মুসক আদায় যোগ্য এবং আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ বিধি-১৭ অনুযায়ী নিলামে বিক্রিত চিনির উপর ৩% হারে অগ্রিম আয়কর সংগ্রহের কথা বলা হয়। কিন্তু উল্লেখিত আদেশ উপেক্ষা করে টিসিবি আঞ্চলিক কার্যালয় রাজশাহী মূসক ও উৎসে আয়কর কম আদায় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয় ৫,৪৮,২৭১/- টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব

- মন্ত্রণালয়ের ০৬/০২/০৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে সংস্থার জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ৭-৬-৯৮ তারিখের পত্র নং-৩(১৬) শুল্কঃনিঃও পরিঃ/৯৭/৪০২ মোতাবেক ৩% হারে আয়কর প্রদান করা হয় এবং এস আর ও নং ১০৩/আইন/২০০১/৩০৮ মূসক তারিখ ০৭-০৬-২০০১ খ্রিঃ মোতাবেক ১.৫% মূসক প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উক্ত স্মারক এবং আয়কর অধ্যাদেশ মোতাবেক বিক্রয়কৃত চিনির মূল্যের উপর যথাক্রমে ১.৫% ও ৩% হারে মূসক ও আয়কর কর্তন আবশ্যক। কিন্তু জবাবের সাথে সংযুক্ত কর্তন তালিকা ও ট্রেজারী চালানের কপি নিরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, টিসিবি প্রতিটি মালামাল ডেলিভারীতে নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে মূসক ও আয়কর আদায় করেছে। তাছাড়া জবাবের সাথে সংযুক্ত ট্রেজারী চালানে উল্লেখিত টাকা বাদ দিয়েই আপত্তিতে উল্লেখিত ক্ষতির টাকা হিসেব করা হয়েছে। কাজেই ক্ষতির টাকা সংশ্লিষ্ট পার্টি/দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণক সহ জবাব প্রেরণের জন্য প্রত্যুত্তর প্রদান করা হয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করে সর্বশেষ ০৯/০৬/০৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- কম কর্তনকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট পাটি/দায়ী ব্যক্তিদের নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ ঃ ৫।

শিরোনামঃ দায়িত্ব হস্তান্তরকালে চাউল ও খালি বস্তা কম দেখিয়ে ঘাটতির নামে খাদ্যশস্য আত্মসাৎ করায় ৫৫,২৫,৯২২/- টাকা ক্ষতি ।

বিবরণঃ

- খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়ে ২০০৪-০৫ আর্থিক বছরের হিসাব ১০/০৮/০৫ হতে ১৪/১১/০৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে তদন্ত মামলা রেজিষ্টার, বিভাগীয় তদন্ত নথি নং-পরি/প্রশা/তদন্ত মামলা/৫৭/২০০৫ পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, নেত্রকোনা সদর এলএসডি'র খাদ্য পরিদর্শক জনাব সৈয়দ আব্দুস সামাদ কর্তৃক ১৫৩.৪৬২ মেঃ টন খাদ্য শস্য ও ১১৭৪৬ টি (খালি বস্তাসহ) বস্তার মূল্য আত্মসাৎ করায় সরকারের **৫৫,২৫,৯২২/- টাকা** আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " ঙ " তে দেখানো হলো)।

- ভুয়া বরাদ্দপত্র ইস্যু এবং কাগজপত্র জালিয়াতি করা হয়েছে।

- নেত্রকোনা সদর এল,এস,ডি'র খাদ্য পরিদর্শক জনাব সৈয়দ আবদুস সাত্তার কর্তৃক ১৩-০৩-০৫ তারিখে নবাগত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব আবদুস সামাদ এর নিকট দায়িত্বভার চূড়ান্তভাবে হস্তান্তরকালে গুদামে ১৮৪ বস্তায় ১৫.৮২৩ মেঃ টন আতপ চাউল, ১৬২৪ বস্তায় ১৩৭.৬৩৯ মেঃ টন সিদ্ধ চাউল এবং ৯৯৩৮ টি খালি বস্তা কম দেখান। ০৭/০৭/২০০৫ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-পরি/প্রশা/তদন্ত ও মামলা/৫৭/২০০৫/৮৪৫ অভিযোগ নামা হতে দেখা যায় যে, গুদাম ঘাটতির নামে প্রদর্শিত উক্ত চাউল ও খালি বস্তা জনাব আব্দুস সাত্তার কর্তৃক আত্মসাৎ করা হয়েছে। খাদ্য বিভাগের মেমোরেন্ডাম নং-৯৩১২ এফডি তারিখ ২৯/০৮/১৯৫৯ অনুযায়ী সীমাতিরিক্ত গুদাম ঘাটতির জন্য মোট ঘাটতিকৃত মালের উপর দন্তমূলক দ্বিগুন হারে আদায়যোগ্য। পরবর্তীতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২৯/০১/১৯৯২ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-১৫/৩এ-৪/৯২/৮৫(৬) মোতাবেক সীমাতিরিক্ত গুদাম ঘাটতির টাকা একক হারে আদায়ের কথা বলা হলেও সপ্তম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪র্থ প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ-৫২৯৮ এর সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, " ঘাটতি মূল্যের সংগে বাজার দরের তারতম্যের কারণে এর ফলে বাস্তবে সরকারের বিপুল আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। ঘাটতি মূল্য দ্বিগুন হারে আদায়ের দপ্তরাদেশ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে আইন মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অডিটর জেনারেল কার্যালয়ের সংগে পরামর্শক্রমে একটা পদ্ধতি নিরুপণের জন্য কমিটি পরামর্শ প্রদান করছে"। কমিটি গঠন করা হলেও সিদ্ধান্তে উপনীত হয়নি। এমতাবস্থায় খাদ্য অধিদপ্তরের ঘাটতি সংক্রান্ত আদেশ মতে জনাব সৈয়দ আবদুস সাত্তার এর নিকট হতে ঘাটতিকৃত মালামাল দ্বিগুন হারে আদায়যোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জবাবে জানানো হয় ।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- আত্মসাৎ কৃত খাদ্য শস্যের মূল্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করে সর্বশেষ ১২/০৬/০৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার সহ আত্মসাৎ কৃত খাদ্য শস্যের মূল্য দায়ী ব্যক্তি জনাব সৈয়দ আবদুস সাত্তারের নিকট হতে অনতিবিলম্বে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬।

শিরোনামঃ **চুক্তিপত্রের শর্ত লংঘন করে বিনির্দেশ (সংগ্রহ নীতিমালা) বহির্ভূত গমের জন্য একক হারে দাবী করায় এবং ঘাটতি গমের মূল্য আদায় না করায় ২,৪৩,৬৭,৮৩১/- টাকা ক্ষতি।**

বিবরণঃ

- খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের হিসাব ১০/০৮/০৫ তারিখ হতে ১৪/১১/০৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বৈদেশিক গম ক্রয়ের নথি, চুক্তিপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও দাবীনামা পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, চুক্তিপত্রের শর্ত লংঘন করে বিনির্দেশ বহির্ভূত গমের জন্য দ্বিগুন হারে মূল্য দাবী না করে একক হারে দাবী করায় এবং ঘাটতি গমের মূল্য আদায় না করায় উক্ত ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " চ " তে দেখানো হলো)।

- খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১০,০০০ মেঃটন গম নগদ মূল্যে আমদানী করার জন্য মেসার্স এল,এম জে ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, ইন্ডিয়া এর সাথে ৩০/৯/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (চুক্তি নং-০১-২০০৪) । চুক্তির আলোকে জনতা ব্যাংক স্থানীয় কার্যালয়ে একটি এলসি খোলা হয় । এই এলসি'র আওতায় ইন্ডিয়া হতে এম,ডি অমর জাহাজ যোগে ১০ হাজার মেঃটন গম চট্রগ্রাম বন্দরে আমদানী করে । জাহাজ হতে গম খালাসের সময় খাদ্য অধিদপ্তরের পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ কর্তৃক পরির্দশন করে ৯.০৭% বিনির্দেশ বহির্ভূত ৮৭৩.৯৪৩ মেঃটন ও জাহাজ খালাসের সময় ৩৬৪.৪৬৯ মেঃটন গম ঘাটতি পাওয়া যায়।

- চুক্তিপত্রের ১২ নং শর্তানুযায়ী বিনির্দেশ বহির্ভূত মালামালের জন্য দ্বিগুন হারে আদায়যোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- চুক্তিপত্র অনুযায়ী বি-নির্দেশ বহির্ভূত মালামালের জন্য দ্বি-গুন হারে মালামালের মূল্য দাবী না করে একক হারে মূল্য দাবী করা হয়েছে । ঘাটতি মালের ও বিনির্দেশ বহির্ভূত মালামালের মূল্য অদ্যাবধি আদায়/সমন্বয় না করায় উপরোক্ত ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে ।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করে সর্বশেষ ১২-০৬-০৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বিনির্দেশ বহির্ভূত পোকাক্রান্ত, ডাষ্টযুক্ত খাদ্য শস্য সংগ্রহ এবং ঘাটতির বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭।

শিরোনামঃ **তামাদিযোগ্য জামানতের অর্থ বিধি অনুযায়ী সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় ক্ষতি ২,০৭,৭৫,৫০০/- টাকা।**

বিবরণঃ

- খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থা মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে তামাদিযোগ্য জামানতের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ২,০৭,৭৫,৫০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " ছ " তে দেখানো হলো)।
- এস,আর,ও ট্রেজারী রুল-৩২৯ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী ঠিকাদারের নিকট হতে প্রাপ্ত জামানতের অর্থ কোনক্রমেই জামানত হিসেবে রাখা যাবে না।
- টি,আর-৩৪৬ ও ৩৫০ অনুযায়ী ৩ বছরের অধিককাল জামানতের স্থিতি দাবীহীন অবস্থায় পড়ে থাকলে তা তামাদি হিসেবে গণ্য করা হবে। তামাদী আমানতের স্থিতির একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রতি বৎসর জুন সমাপনীতে সরকারি খাতে তামাদীকৃত জামানতের তালিকা হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
- উক্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ট্রেজারী রুল লংঘন করে হিসাব ও ক্যাশ শাখায় ১৯৫৪ সাল হতে ঠিকাদারের নিকট হতে গৃহীত জামানতের অর্থ তামাদি ঘোষণা না করে ঠিকাদারের জামানত হিসাবে ফেলে রাখা হয়েছে, যা হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের অনুমোদনক্রমে সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে।
- ট্রেজারী রুল অনুযায়ী দাবীহীন জামানত সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকার আয় ও সুদ হতে বঞ্চিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- এ সকল জামানত বাজেয়াপ্ত হলে কেবলমাত্র সরকারি কোষাগারে জমা করা হয় তাই এতে কোন অনিয়ম হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ১৯৫৪ সাল হতে গৃহীত জামানতের অর্থ তামাদি ঘোষনা না করে ঠিকাদারের জামানত হিসাবে ফেলে রাখা হয়েছে বিধায় জবাব যথাযথ নয় ।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করে সর্বশেষ ১২/০৬/০৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ট্রেজারী রুল অনুযায়ী তামাদিযোগ্য জামানতগুলো তামাদি ঘোষনা করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮।

শিরোনামঃ **জাহাজের এজেন্ট কর্তৃক চার্টার পার্টির স্বাক্ষর বিহীন লে-টাইম প্রণয়ন করে অর্জিত ডেসপাস মানি আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ২৫,৩৯,৬৩৪/- টাকা ক্ষতি।**

বিবরণঃ

- খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীন খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরের হিসাব ১০/০৮/২০০৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৪/১১/২০০৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে অনুদানের গম প্রাপ্তি নথি, শিপিং এজেন্ট নথি, ডেসপাচ মানি দাবী আদায়ের নথি, চুক্তিপত্র ও জাহাজের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ডেসপাস মানি আদায়ে অনিশ্চয়তার ফলে উল্লেখিত ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " জ " তে দেখানো হলো)।

- এম,ডি অর্কিড 'বে' ও এম,ডি ওরিয়েন্ট গ্লোরী জাহাজ দু'টি অষ্ট্রেলিয়া হতে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছার পর চলাচল, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ, চট্টগ্রাম কার্যালয় চুক্তি অনুযায়ী শিপিং এজেন্ট কর্তৃক আমদানীকৃত জাহাজটির গম খালাসের ব্যবস্থা করে।

- শিপিং এজেন্ট কর্তৃক আগমনকৃত জাহাজ দুটির চার্টার পার্টির স্বাক্ষরবিহীন লে-টাইম হিসাব প্রণয়ন করে চলাচল, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ, চট্টগ্রাম কর্তৃক খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করার পর খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক তা যথারীতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

- মন্ত্রণালয় ডেসপাস মানি বাবদ অর্থ আদায় করার নির্দেশ দেয়।

- চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, খাদ্য, চট্টগ্রাম চার্টার পার্টির স্বাক্ষর বিহীন লে-টাইম হিসেবে ডেসপাচ মানি বাবদ অর্জিত অর্থ আদায় না করার জন্য দায়ী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অর্জিত ডেসপাস মানি আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে বলে জবাবে জানানো হয় ।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকার কথা বলা হলেও টাকা আদায়ের কোন অগ্রগতি নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করেননি ।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করে সর্বশেষ ১২/০৬/০৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সহ আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক ।

কৃষি মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ ঃ ৯।

শিরোনামঃ **স্কীম ম্যানেজারগণ কর্তৃক অবৈধভাবে গভীর/অগভীর নলকূপ উত্তোলনপূর্বক বিক্রি করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৫,৫৮,৬০,০০০/- টাকা।**

বিবরণঃ

সহকারী প্রকৌশলী (সওকা/জ এবং পঃ)বিএডিসি, জয়দেবপুর জোন, গাজীপুর এর ২০০২-২০০৫ অর্থ বছরের এন এস আই ডিপি, পূর্ণবাসন সংক্রান্ত নথি নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- গভীর নলকূপ ও অগভীর নলকূপ স্কীম ম্যানেজারগণ কর্তৃক এন এস আই ডিপি পূর্ণবাসন কর্মসূচীর আওতায় প্রাপ্ত গভীর ও অগভীর নলকূপগুলো উত্তোলনপূর্বক বিক্রি করায় প্রতিষ্ঠানের ৫,৫৮,৬০,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " ঝ " তে দেখানো হলো)।

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিএডিসি, গাজীপুর জোন, গাজীপুর এর সহকারী প্রকৌশলী (সওকা) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম স্বাক্ষরিত পত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এক একটি গভীর নলকূপ স্থাপন করতে সরকারের খরচ ১৫/২০ লক্ষ টাকা, সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য শুধুমাত্র ১০-৩০ হাজার টাকায় কৃষকদের নিকট হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে। তিনি অবৈধভাবে গভীর নলকূপ উত্তোলনের কাজে নিয়োজিত ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট গ্রুপের লোকজনের বিরুদ্ধে বিশ্বাস/অঙ্গীকার ভঙ্গ করে সরকারি মালামাল আত্মসাৎ , সরকারি সম্পদ ধ্বংস ইত্যাদি অভিযোগ উত্থাপনপূর্বক তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট একটি তালিকা প্রেরণ করেছেন। তালিকার বর্ণনা অনুযায়ী পরিশিষ্টে বর্ণিত স্কীম ম্যানেজারগণ কর্তৃক অবৈধভাবে গভীর/অগভীর নলকূপ উত্তোলনপূর্বক বিক্রি করায় উল্লিখিত টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অবৈধভাবে গভীর নলকূপ উত্তোলনকারী স্কীম ম্যানেজারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- গভীর ও অগভীর নলকূপ উত্তোলনপূর্বক বিক্রি করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়।
- মন্ত্রণালয়ের ০২-০১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে সংস্থার ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৪৪১ তারিখ ২২-১২-৯৬ অনুযায়ী গভীর নলকূপ গুলো কৃষকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং কৃষকগণ কর্তৃক অবৈধভাবে গভীর নলকূপ গুলো অন্যত্র হস্তান্তর বা বিক্রয় করলে দায়ী কৃষকদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সে সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা না থাকায় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় এ কার্যালয়ের স্মারক নং ১৩২৫ তারিখ ০২-০৩-২০০৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রত্যুত্তর প্রদান করা হয়।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করে সর্বশেষ ২৬/১১/০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- নলকূপ হস্তান্তর চুক্তিনামায় কৃষকগণ অঙ্গীকার করেন যে, আমি/আমরা নলকুপটি বিক্রি বা অন্যত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বা আংশিক স্থানান্তর বা হস্তান্তর করবো না, করলে মন্ত্রণালয়ের ২২-১২-৯৬ তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী দায়ী থাকবো। সুতরাং কৃষকগণ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে অন্যত্র স্থানান্তর/বিক্রি করার কারণে সেচ কার্যে সহায়তার মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নে সরকারের যে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে তা সফল হয়নি। তাই এ বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণ এবং গভীর নলকূপগুলো যথাস্থানে প্রতিস্থাপন ও সেচ কাজে ব্যবহারের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ ঃ ১০।

শিরোনামঃ **ফেরীতে পারাপারের সময় বাসের ভাড়া এবং গ্রুপ টিকেটে বাসের যাত্রীদের ভাড়া কম আদায় করায় এক বছরে ক্ষতি ২,৪৪,৯২,৮৬৪/- টাকা।**

বিবরণঃ

- বিআইডব্লিউটিসি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের কার্যক্রম নিরীক্ষাকালে সংস্থার ১৭/০৭/০৪ এবং ০৯/০৯/০৪ তারিখের যথাক্রমে ২৬০ ও ২৬১ তম বোর্ড সভার আলোচনা হতে দেখা যায় যে, মাওয়া-কাঠালবাড়ি চরজানাজাত-মাওয়া রুটে চলাচলকারী মিনিবাসগুলো ব্লু-বুক অনুযায়ী মিনিবাস হলেও বাসের আকার ও আসন সংখ্যা অনুযায়ী বড় বাস। কারণ বিআরটি এর মান (Standard) অনুযায়ী অনুর্ধ্ব ২২ ফুট ৬ ইঞ্চি আকারের এবং চালক সহ ৩১ আসনের বাসগুলো মিনি বাস হলেও ঐ রুটে চলাচলকারী মিনি বাসগুলোর আকার ২২ ফুট ৬ ইঞ্চির উর্ধে এবং আসন সংখ্যা ৩১ এর উর্ধে।

- অপরদিকে বিআইডব্লিউটিসি'র ০৯/০২/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের সি/১৩৬/রেইটস/সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে উক্ত রুটে বড় বাসের ভাড়া (যাত্রী ব্যতীত) ৯৯০/- টাকা এবং মিনি বাসের ভাড়া (যাত্রী ব্যতীত) ৫৫০/- টাকা এবং জন প্রতি যাত্রী ভাড়া ৮/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া ৩২ হতে ৪১ সিটের বাসের যাত্রীভাড়া গ্রুপ টিকেটে ৩৬ জনের ভাড়া আদায় করার নির্দেশনা রয়েছে।

- সংস্থার উক্ত নির্দেশনা লংঘন করে বাস পারাপারকালে বাসের ভাড়া ৯৯০/- টাকার স্থলে ৫৫০/- টাকা এবং গ্রুপ টিকেটে যাত্রী ভাড়া ৩৬ জনের স্থলে ২৫ জনের আদায় করায় উল্লিখিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " ঞ " দ্রষ্ট্যব্য।

- সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ১৯৯৯-২০০০ সাল থেকে বিষয়টি কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করলেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

- ০৯/০৯/০৪ তারিখের ২৬১ তম পর্ষদ সভায় ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে এ বিষয়ে পরিচালক (বাণিজ্য) এর নিকট প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য মহা ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য/ফেরী ও কার্গো) কে আহবায়ক করে কমিটি গঠন করা হলে উক্ত কমিটি ৯ মাস ১৫ দিন পরে ১৪/০৬/২০০৫ তারিখে তাদের প্রতিবেদন দাখিল করে।

- দাখিলকৃত প্রতিবেদনে গ্রুপটিকেটে যাত্রীভাড়া ২৫ এর স্থলে ৩৬ জনের আদায় করার সুপারিশ করা হলেও বাসের ভাড়া বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়নি। অথচ যাত্রী ভাড়া বৃদ্ধির মাধ্যমেই বাসের বর্ধিত আকারটি স্বীকৃত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- "ব্লু-বুক অনুযায়ী বাসের ভাড়া আদায় না করে বাসের আকার অনুযায়ী আদায় করা হলে ফেরীতে বাস পারাপার না করে লঞ্চে যাত্রী পারাপার করা হবে" বাস মালিক সমিতির এ ধরনের হুমকির প্রেক্ষিতে বাসের আকার অনুযায়ী ভাড়া আদায় না করে ব্লু-বুক অনুযায়ী করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংস্থার জবাব প্রদান করা হয়। জবাবে আরো উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমানে বাসের আকার অনুযায়ী বর্ধিত ভাড়া আদায় করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ বাস মালিক সমিতির তথাকথিত হুমকির কারণে সংস্থার স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে কম ভাড়া আদায় করা কোন অবস্থাতেই যুক্তিযুক্ত নহে। তাছাড়া বর্তমানে বর্ধিত ভাড়া আদায়ের ফলে অডিট আপত্তির বিষয়টি স্বীকৃত হয়েছে।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করে সর্বশেষ ১৬/০৮/০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- উল্লিখিত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ ক্ষতির টাকা আদায় করা এবং ভবিষ্যতে সংস্থার স্বার্থ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্টদের আরো তৎপর হওয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১।

শিরোনামঃ **বৈদেশিক ক্রয় আদেশের বিপরীতে আমদানিকৃত মালামাল ভান্ডারে কম পাওয়ায় এবং কম পাওয়া মালামালের মূল্য সরবরাহকারীর/বীমা কোম্পনীর নিকট থেকে আদায় না করায় সংস্থার ক্ষতি ২৩,৯৩,৪০৭/- টাকা।**

বিবরণঃ

- বি,আই,ডব্লিউটিসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৪-০৫ সালের কার্যক্রম নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ক্রয়াদেশ নং-বি,আই,ডব্লিউ,টি,সি/এফসি-৪৮৭/২৪৭ তাং-১২/০৬/৯০ এর অধীনে ওয়েটস্ মেরিন ডিজেল ইঞ্জিনের ৩৮টি আইটেমের যন্ত্রাংশ আমদানি করা হয়। আমদানি করা যন্ত্রাংশের মধ্যে ৬টি আইটেমের সম্পূর্ণ মালামাল এবং ৭টি আইটেমের আংশিক মালামাল সংস্থার যৌথ যাচাইকালে ভান্ডারে পাওয়া যায়নি। উক্ত কম পাওয়া মালামালের মূল্য ১৯,৬৬,২৬৯.৯৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

- ক্রয় আদেশ নং-বি,আই,ডব্লিউ,টি,সি/এফসি-৪৮৭/১২৩১ তাং-২১/০১/৯০ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত মালামালের মধ্যে ২,০২,৫০০.৩৩ টাকা মূল্যের মালামাল ভান্ডারে কম পাওয়া যায়।

- ক্রয় আদেশ নং-বি,আই,ডব্লিউ,টি,সি/এফসি/আইডিএ/২৫৭/৮০-৮১/১৫৭০ তাং-২৩/০৪/৮১ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত মালামালের মধ্যে ২,২৪,৬৩৬.৩২ টাকা মূল্যের ২৩৪ পিস খুচরা যন্ত্রাংশ খোয়া যায়। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বীমা কোম্পনীর নিকট দাবী পেশ না করায় বীমা কোম্পনীর নিকট থেকে ক্ষতি পূরণ পাওয়া যায়নি।

- এই সকল মালামাল কম পাওয়া/খোয়া যাওয়ার ব্যাপারে এবং সঠিক সময়ে বীমা দাবী পেশ না করার জন্য কোন দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রেরিত সংস্থার জবাবে বলা হয়েছে যে, ১৯৯০ সালের দু'টি ক্রয় আদেশের মালামালের ক্ষতির বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে, মালামাল বিলম্বে ছাড় করানোর কারণে ঘুর্ণিঝড়ে মালামালের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। ১৯৮০ সালে আমদানি করা মালামালের ক্ষয়-ক্ষতি এবং বীমার টাকা যথাসময়ে দাবী না করার বিষয়ে পুনঃ তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ আপত্তিকৃত ক্ষয়-ক্ষতির আংশিক বিষয়ে তদন্ত করে ক্ষতির কারণ বের করা হলেও দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়নি। আপত্তির বাকী অংশের ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন কার্যক্রমই গ্রহণ করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করে সর্বশেষ ১৬/০৮/০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- মালামালের ক্ষয়-ক্ষতি এবং যথাসময়ে বীমা দাবী পেশ না করার ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২।

শিরোনামঃ **সরকারি আদেশ উপেক্ষা করে অনিয়মিতভাবে উচ্চমান সহকারী ও নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক পদে লোক নিয়োগ করায় বেতন ভাতা বাবদ অতিরিক্ত ব্যয় ১৩,৬১,৪২৬ টাকা।**

বিবরণঃ

- বি,আই,ডব্লিউটিসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা গেছে যে, সরকারি আদেশ উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ অনিয়মতান্ত্রিকভাবে দুইজন উচ্চমান সহকারী ও ৫ জন নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক নিয়োগ করে তাঁদের বেতন ভাতা বাবদ ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছর পর্যন্ত উল্লেখিত অর্থের ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট 'ট' তে দেয়া হল)।
- সংস্থার চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ অনুযায়ী উল্লেখিত দুটো পদেই শুন্য পদের শতকরা ৮০ ভাগ পদোন্নতি ও শতকরা ২০ ভাগ সরাসরি নিয়োগযোগ্য। এক্ষেত্রে পদোন্নতির কোটা এবং সরাসরি নিয়োগের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি।
- নিয়োগের জন্য বিধি মোতাবেক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়নি ও অন্যান্য নিয়মকানুন অনুসৃত হয়নি।
- একজন কম্পিউটার অপারেটর পদের জন্য আবেদন করলেও নিয়োগ দেয়া হয় " উচ্চমান সহকারী" পদে।
- উক্ত অনিয়মতান্ত্রিকভাবে নিয়োগের ফলে সরকার কর্তৃক জারিকৃত কোটা সম্পর্কিত নির্দেশাবলী লংঘিত হয়েছে।
- প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনে এই নিয়োগ অনিয়মতান্ত্রিক বলে মতামত দেয়া হয়েছে এবং এজন্য সংস্থার পরিচালনা পর্ষদকে দায়ী করা হয়েছে এবং সংস্থার চাকুরী প্রবিধানমালা ১৯৮৯ এর ৪,৫(৩) ও ৫(৪) ধারা লংঘিত হয়েছে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা-১৯৮৯ এর ধারা ৩৯(৪) ও ৩৯(৫) লংঘন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত সংস্থার জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, নৈমিত্তিক/এডহক ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীদেরকে পর্ষদ সভার সিদ্ধান্তক্রমে নিয়মিত করা হয়। তাছাড়া কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা-১৯৮৯ এর ১(২) ধারায় খন্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের বিষয়টিও উল্লেখ আছে। রাষ্ট্রপতির যে অধ্যাদেশ (১৯৭২ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) বলে বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে, সে অধ্যাদেশের ২৫(১) ধারায় বোর্ডকে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ আপত্তিতে বোর্ডের জনবল নিয়োগে ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হয়নি। বরং জনবল নিয়োগে সরকারি বিধি বিধান অনুসরণ করা হয়নি মর্মে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করে সর্বশেষ ১৬/০৮/০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সরকারি আদেশ উপেক্ষা করে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে উক্ত কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩।

শিরোনামঃ **সংস্থার বাসায় বসবাস করেও বেতনের সাথে বাড়ি ভাড়া ভাতা গ্রহণ করায় ও নির্ধারিত হারে বাড়ি ভাড়া কর্তন না করায় প্রতিষ্ঠানের ৯,৮৮,৩৪৮ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণঃ

- বি,আই,ডব্লিউটিসি এর আওতাধীন ডক-১ সোনাচরা, নারায়ণগঞ্জ এর ২০০২-০৩ অর্থ বৎসরের কার্যক্রম নিরীক্ষাকালে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের বাসায় বসবাস করা সত্ত্বেও পূর্ণহারে বাড়ি ভাড়া ভাতা গ্রহণ করায় এবং সরকার নির্ধারিত হারে বাড়ি ভাড়া কর্তন না করায় প্রতিষ্ঠানের উল্লিখিত টাকা ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট 'ঠ' তে দেয়া হল)।

- জাতীয় বেতন স্কেল/৯৭ এ উল্লেখ আছে যে, যেসকল ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের বাসায় বসবাস করেন তারা বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হবেন না। উপরন্তু বেতন স্কেল অনুসারে মূলবেতনের ৭.৫০% অথবা৫% হারে বাড়ি ভাড়া কর্তন করার বিধান থাকলেও এক্ষেত্রে উল্লিখিত বিধান লংঘন করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- এই বিষয়ে একটি ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হয়। উক্ত সভায় সংস্থা কর্তৃক জানানো হয় যে, বাসাগুলো পুরাতন ও জরাজীর্ণ বিধায় লাম সাম ভাড়ায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে থাকতে দেয়া হয়েছে। সংস্থার উক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে বিধিবদ্ধ কমিটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর ব্যাপারে ত্রি-পক্ষীয় সভায় সিদ্ধান্ত হয়। ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য মন্ত্রণালয় থেকেও সংস্থাকে নির্দেশ দেয়া হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত/মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক আজ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। তদুপরি বাসাগুলো বসবাসের অনুপযোগী কিনা এ মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সংস্থার নিজস্ব বক্তব্য এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নহে।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করে সর্বশেষ ১০/০৮/০৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিকট হতে উল্লেখিত বাড়ী ভাড়া আদায় করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

২৭/১০/২০০৮

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

বাঃ সঃ মুঃ-২০০৮/০৯-২৪৭১কম/এ-৭০০ বই, ২০০৮।